যায়যায়দিন

15 NOV 2012

পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৮

ইবির ভিসি-প্রোভিসির পদত্যাগ দাবি

আন্দোলন জোরালো হচ্ছে : শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন, শ্বেতপত্র

আয়াজ আজাদ ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের পদত্যাগ দাবিতে জোরালো হচ্ছে আন্দোলন। একের পর এক বিক্ষোভ ও কর্মসূচির ফলে অচল রয়েছে ক্যাম্পাস। বন্ধ রয়েছে ক্লাস-পরীক্ষাসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক সব কার্যক্রম। নিয়োগ বাণিজ্যসহ প্রায় ডজনখানেক অভিযোগ এনে ইবি প্রশাসনের ওই তিন কর্তাব্যক্তির পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে শিক্ষক সমিতি। একই দাবিতে বুধবার মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষক সমিতি। মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও শ্বেতপত্র : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

শ্বেতপত্র : আন্দোলন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে শিক্ষক সমিতি। এদিকে প্রশাসনের ওই তিন কর্তাব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট প্রায় ২০ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। ওই শ্বেতপত্রে প্রায় ডজনখানেক দুর্নীতির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

জানা যায়, ৭-৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৭তম সিন্ডিকেটে বিজ্ঞাপিত ৯২ পদের বিপরীতে ১২৬ জনের নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুই মাস ধরে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিক্ষোভ, হামলা, ভাংচুর ও বোমা বিস্ফোরণে প্রায় দুই মাস ধরে অচল রয়েছে ক্যাম্পাস। নিয়োগে ব্যাপক আত্মীয়করণ, দলীয়করণ, নিয়োগ বাণিজ্য ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে ৩ অক্টোবর ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন, প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. শাহজাহান আলীকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। ওই সময় প্রশাসনের ওই তিন কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারিক তদন্তসহ তাদের পদত্যাগও দাবি করা হয়। পরে তাতে কোনো ফল না আসায় ১০ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই একই দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক সব কর্মকাণ্ড বর্জনের ঘোষণা দেয় শিক্ষক সমিতি। ফলে ওই সময় থেকে বুধবার পর্যন্ত শিক্ষক সমিতির ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের পদত্যাগ দাবিতে অবরোধ, সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি করেছে শিক্ষক সমিতি। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় তারা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমাবেশে শিক্ষক নেতারা বক্তব্য রাখেন। পরে বেলা ১১টায় প্রশাসন ভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে শিক্ষক সমিতি। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনোত্তর এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আহম তরিকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এয়াকুব আলী, প্রফেসর ড. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রফেসর ড. আলী নূর রহমান, প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন, প্রফেসর ড. রুহুল কুদ্দুস মো. ছালেহ, প্রফেসর ড. শাহজাহান মণ্ডল, প্রফেসর ড. একেএম মতিনুর রহমান, প্রফেসর ড. আবু সিনা, প্রফেসর ড. এমতাজ হোসেন, প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর ড. নজিবুল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে তাদের পদত্যাগ দাবি করেন। অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে না আনলে তাদের টেনে হিঁচড়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হবে বলেও হুমকি দেন শিক্ষক নেতারা।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই তিন কর্তাব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট প্রায় ২০ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়েরি প্রকাশ বন্ধ, গাড়ি ক্রয়ে দুর্নীতি ও ব্যবহারে বিলাসিতা, অবৈধ ও অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধান লঙ্ঘন, সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট ও ক্ষতি সাধন, বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম, বাজেট ঘাটতি, প্রশাসনে আত্মীয়করণসহ প্রায় ডজনখানেক দুর্নীতি ও প্রশাসনের ব্যর্থতার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয় ওই শ্বেতপত্রে। শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামী রোববার গণসংযোগ ও জনমত গঠন এবং সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শিক্ষক সমিতি।